বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

সম্পাদনা
চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অগ্নিতা কুণ্ডু

BANGLA BHASHAY BIGYAN CHARCHA
Edited by Chitrita Bandhapadhyay, Agnita Kundu

গ্রন্থস্বত্ব : শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ

প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০১৯

প্রকাশক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ
গৌতম নন্দী

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স, ইছাপুর

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ, কলকাতা ৪

উদ্যোগ
শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ
১১, লড সিনহা রোড,
কলকাতা ৭১
যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ
৩০, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড,
কলকাতা-৩৩

ISBN 978-93-83161-03-4

৩০০ টাকা

মুখ্য সম্পাদক
ড. অদিতি দে, অধ্যক্ষ, শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ
ড. পঙ্কজকুমার রায়, অধ্যক্ষ, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীমতী শর্মিলা ঘোষ, ড. শ্রাবন্তী মিত্র
শ্রীমতী দিশারী মুখার্জী,
শ্রীমতী সোহিণী চক্রবর্তী, শ্রীমতী মধুলিকা ঘোষ
ড. অভিজিৎ সাহা, ড. চিরঞ্জীব ঘটক,
ড. সুশ্রীমা দত্ত, শ্রীমতী সীমা মুখার্জী

বোস আইনস্টাইন ঘনীভূত দশা ও আজব পদার্থ	শামীম হক মণ্ডল	১৮১
প্রোফেসর শঙ্কু ও সত্যজিতের কল্প-গল্প	শিল্পা বিশ্বাস	১৮৪
রূপান্তরকামে বিজ্ঞান—অন্তরদৃষ্টিতে 'হলদে গোলাপ'	সুদেষ্ণা মৈত্র	২০১
রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-চেতনা ও 'বিশ্বপরিচয়'	সুনন্দা মল্লিক	২০৯
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টির এক প্রয়াস	স্বপন কোলে ও অশোক হাজরা	২১৬
'মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা : বাংলার তুলনামূলক স্থান'	সুমন পাল	২২২
বিজ্ঞান ও শিল্প : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা	স্মৃতিকণা ঘোষ	২৩৬
নির্মাণ ও সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চিন্তা ও আইনস্টাইন, কয়েকটি প্রসঙ্গ	সৌম্যদীপ্ত রায়চৌধুরী	২৩৯
রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ	সোমদত্তা রায়	২৪৭
রবীন্দ্রনাথ ও সমবায় ভাবনা	সুরায়া রায়	২৫১
বাংলা ভাষায় কল্পবিজ্ঞান চর্চা : একটি সমীক্ষা	সুস্মিতা পোদ্দার	২৫৬
বিজ্ঞানমনস্কতা নির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা	সায়নী হাজরা	২৬২
'ক্যালেন্ডারের রহস্য ও ইতিহাস এবং শ্রী পলাশ বরন পাল : প্রসঙ্গ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা'	সায়ক ঘোষ	২৬৫
লেখক পরিচিতি		২৭১

রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ

সোমদত্তা রায়

রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশের কর্মজগতের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিরাট—ব্যবধান একজন বিশ্ববরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, রূপ, রসের স্রষ্টা, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা, আর অন্যজন অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যাবিদ্, সংখ্যাতত্ত্ববিদ্, Indian Statistical Institute -এর প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এই আপাতবিরোধী দৃষ্টিটুকু বাদ দিলে দুজনের সাধনাই হল সত্য, সুন্দরের আরাধনা — "রূপ থেকে অরূপে", সীমা থেকে অসীমে তাদের যাতায়াত। কবির কথায় বলতে হয়,

'হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা অতীত
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত
ঝরিয়া পড়িছে নামি, অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রি শিখর হতে জাহ্নবী সম। (নৈবেদ্য)

কবির কথায় "বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্য যুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক, কর্মের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হউক। মানুষের শক্তি দৈবশক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা।'

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বেশি কথা বলে পাতা ভারী করা অর্থহীন। তাঁর সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। 'নিজেকে বিশেষ কোনো একজন মনে করতে আজও পারিনে — এ সম্বন্ধে আমার স্বদেশের অনেক লোকের সঙ্গেই আমার মতের মিল হয়। আমার অন্তরলোকের কোন এক অগম স্থানে একজন কেউ বাস করে, সে কোথা থেকে কথা কয় — সে কথার মূল্যও আছে, কিন্তু আমি যে সে, তা ভাবতেও পারিনে, আমার মধ্যে তার বাসা আছে এই পর্যন্ত। যে আমি প্রত্যক্ষ গোচর সে নিতান্তই বাজে লোক, তাকে সহ্য করা শক্ত, বন্দনা করা দূরের কথা। তাকে কোন রকম করে তফাতে সরিয়ে দিতে পারলে তবেই আমার অন্তরতর মানুষটির মান রক্ষা হয়।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর আত্মার আরাধনা করেছেন তাঁর কাব্যে, সাহিত্যে — 'অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে'।

এবার আসি প্রশান্তচন্দ্রের কথায়। এ প্রসঙ্গে ভারতের রাশি বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস একটু জানা ভাল। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র (৩২১-২৯৬ খ্রিঃ পূঃ) ও আইন-ই-আকবরী (১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে) গ্রন্থে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের জনগণনা, কৃষি ও অর্থনীতির উন্নয়ন মাপার চেষ্টা হয়েছিল বলে শোনা যায়। ১৮০৭-১৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও জনগণনার চেষ্টা করে। ভারতে নিয়মিত ভাবে আদমসুমারি তৈরির চেষ্টা হয় ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে। তবে এই সমস্ত পদ্ধতি সব দিক থেকে বৈজ্ঞানিক ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রাশিবিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়েছিল ১৯২০ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশের